কংক্রিট ঢালাই – লক্ষ্যণীয়

- ঢালাই মিশ্রণ তৈরি করার পর ১ ঘণ্টা অতিবাহিত হলে সেই কংক্রিট আর ব্যবহার না করাই উত্তম।
- কংক্রিট একবার পানি দিয়ে তৈরির পর কাজের সুবিধার্থে পুনরায় পানি মেশানো যাবে না।
- যেকোন ধরণের এডমিক্সার ব্যবহারের পূর্বে ভালভাবে এর কার্যকারিতা, প্রয়োগবিধি এবং ব্যবহারের উপযুক্ত তাপমাত্রা জেনে নিতে হবে।
- ঢালাইয়ের পর কমপক্ষে ২ ঘণ্টা তার স্বাভাবিক অবস্থা বিঘ্নিত না করে জমাট বাঁধতে দিতে হবে, এই সময় ঢালাইয়ের উপর হাঁটা বা ভারী কিছু কংক্রিটের উপর রাখা যাবে না।
- কলামের ঢালাই ধাপে ধাপে করাই উত্তম। ৩ ফুট/৫ ফুট পর পর কলামের ঢালাই সর্বোত্তম পদ্ধতি, একবারে সম্পূর্ণ কলাম ঢালাই দেওয়া উচিত নয়।
- ছাদ ঢালাইয়ের পুর্বে ছাদের ক্লিয়ার কভার নিশ্চিত করতে সঠিক মাপের ব্লক ব্যবহার করতে হবে, পাশাপাশি সেগুলো যাতে সরে না যায় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।
- সঠিক নিয়মে নির্দিষ্ট দূরত্ব পর পর সম্পূর্ণ খাড়াভাবে ভাইব্রেটর প্রবেশ করাতে হবে, এতে করে কম্পেকশন ঠিকভাবে হয় এবং সঠিক দৃঢ়তা নিশ্চিত হয়।
- ঢালাইয়ের কাজে ব্যবহারের পূর্বে পাথর বা খোয়া, বালি অবশ্যই ভাল ভাবে পরিষ্কার করে নিতে হবে, কোন প্রকারের ময়লা, কাদা, আবর্জনা থাকা যাবেনা।
- সেগ্রিগেশন ও হানিকম্বিং প্রতিরোধে Well Graded Aggregate (ভিন্ন ভিন্ন সাইজের খোয়া বা পাথর) ব্যবহার করতে হবে।
- যেকোন প্রকারের ঢালাইয়ের পূর্বে সিমেন্ট, বালি ও খোয়ার অনুপাত সঠিক ভাবে নিরূপণ করতে হবে নতুবা স্থাপনার স্থায়ীত্ব হ্রাস পাবে।
- বালি ও খোয়ার পরিমাপ ঠিক রাখার জন্যে সাধারনত ১ ফুট দৈর্ঘ্য, ১ ফুট প্রস্থ এবং ১ ফুট ৩ ইঞ্চি উচ্চতার ফেরা ব্যবহার করলে হিসেবে সুবিধা হয়।
- কংক্রিট মিশ্রণের ৩০ মিনিটের মধ্যেই তা ঢালাই-য়ের কাজে ব্যবহার করে ফেলতে হবে, অন্যথায় কংক্রিট মিশ্রণ ঢালাইয়ের আগেই সেটিং হতে শুরু করবে।
- কংক্রিটের সেগ্রিগেশন বা পৃথকীকরণ এড়াতে মিশ্রন এক মিটার বা ৩ ফুট এর বেশী উপর থেকে ফেলা যাবে না।
- কংক্রিটের সঠিক মিক্সিং টাইম অনুসরণ করতে হবে, ন্যূনতম ২ মিনিট মিশ্রিত হয়েছে কিনা তা নিশ্চিত করতে হবে।

  *আন্ডার মিক্সিং = অসমসত্ব মিশ্রণ

  *ওভার মিক্সিং = পানি হ্রাস ও এগ্রিগেট ভেঙে যাওয়ার সম্ভাবনা।